যায়যায়দিন

তারিখ 9 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্যালয়ে ৯১ শতাংশ শিশু শারীরিক শাস্তি ভোগ করে

যায়যায়দি রিপোর্ট

বাংলাদেশে শিশুরা ব্যাপকভাবে শারীরিক শাস্তির শিকার হয়। ইউনিসেফের এক জরিপে জানানো হয়েছে, শতকরা ৯১ শিশু বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি ভোগ করে। এছাড়া শতকরা ৭৪ জন বাসায় এবং শতকরা ২৫ শিশু কর্মক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি ভোগ করছে। শিশু : পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

শিশু : বিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'অপিনিয়ন অফ চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ অন করপোরাল পানিশমেন্ট' শীর্ষক মতামত জরিপ ২০০৮-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। প্রকাশনা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি ক্যারল ডি রয়।

জরিপের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউনিসেফ প্রতিনিধি ক্যারল ডি রয় বলেন, বাংলাদেশের শিশুরা ব্যাপকভাবে শারীরিক শাস্তির শিকার হয়। শিশুদের আঘাত করা বা চপেটাঘাত করা তাদের ওপর এক ধরনের নির্যাতন। আর এ নির্যাতন অবশ্যই শিশু অধিকারের পরিপন্থী। শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য নির্যাতন করা হলে তা শিশুর ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। এটা কোনোভাবেই দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

প্রকাশিত এ জরিপে বলা হয়, দেশে বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের শাস্তি দেয়ার জন্য লাঠি বা বেত ব্যবহার হচ্ছে ভয়ানকভাবে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের শতকরা ৯১ জন বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি ভোগ করে। এসব নির্যাতনের ৮৬ শতাংশই হচ্ছে লাঠি বা বেত দিয়ে পেটানো। এছাড়া ৭৬ শতাংশ হাতের তালুতে স্কেলার দিয়ে আঘাত করা, ৬৩ শতাংশ ক্লাসে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং ৪৯ শতাংশে শিশু থাপ্পড় মারা, কান ও চুল বা চামড়া মুচড়ে দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতিত হচ্ছে। আরো জানানো হয়, বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিনই ২৩ শতাংশ শিশু এসব শাস্তির শিকার হয়।

জরিপে বাসায় শিশুদের শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়, বাসায় শিশুরা বকাঝকা, তিরস্কার, নিন্দা ও ভয় দেখানোর মাধ্যমে নির্যাতিত হচ্ছে। এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে শতকরা ৯৯ দশমিক ৩ শিশু। বাসায় বড়দের কাছে থাপ্পড়ের শিকার হচ্ছে ৬৯ দশমিক ৯ জন এবং মারধরের শিকার হচ্ছে ৩৯ দশমিক ৭ শিশু।

কর্মজীবী শিশুদের বিষয়ে জানানো হয়, কর্মজীবী শিশুদের বিরাট একটি অংশ কর্মস্থলে নানা ধরনের শাস্তি পাচ্ছে। তবে শতকরা ২৫ শিশু শারীরিক নির্যাতন বা শাস্তির শিকার হচ্ছে।

জরিপে আরো বলা হয়, শিশু সনদ অনুযায়ী পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং কর্মস্থলে শিশুদের ওপর সব ধরনের শারীরিক ও সামাজিক নিপীড়ন নিষিদ্ধ করতে হবে। জরিপের ভয়াবহতা দেখে ইউনিসেফ ২০০৯ সালের মধ্যে শিশুদের জন্য শারীরিক শাস্তি সর্বজনীনভাবে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এরই মধ্যে এ বিষয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।